৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা,০২ জৈষ্ঠ – ০৮ জৈষ্ঠ, ১৪২৭ ঃ ১৬ মে – ২২ মে, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 29, 16 May - 22 May, 2020 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দাম কমল

ছাপা, বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণে বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আলিপুর বার্তার পৃষ্ঠা কমিয়ে চারপাতা করতে হয়েছে। খরচের বোঝা সত্ত্বেও পাঠকের সুবিধার্থে এই সংখ্যা থেকে পুণরায় আট পাতা না হওয়া পর্যন্ত পত্রিকার দাম ৩টাকা থেকে কমিয়ে ২টাকা করা হল।

দেখুন আর সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউ টিউব চ্যানেল

ALIPUR BARTA

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ঘরের পথে হাঁটতে হাঁটতে রেল লাইনে ঘুমিয়ে পড়া

১৮ জন ক্লান্ত শ্রমিক গভীর রাতে মালগাড়ির তলায় পিষ্ঠ হয়ে প্রাণ হারালেন মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ জেলার করমাডে।

রবিবার : ফের রাজ্যে আসল কেন্দ্রীয় দল। যে সব রাজ্যে করোনা

আক্রান্তের সংখ্যা বা হার বেশি সেখানে রাজ্য সরকারকে সাহায্য করতে আর এক দফা কেন্দ্রীয় দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। এ নিয়ে ফের বিতর্কের আশঙ্কা করছে রাজনৈতিক মহল।

সোমবার : টানা দেড় মাস বন্ধ থাকার পর ধাপে ধাপে যাত্রীবাহী ট্রেন

চালু করল রেল মন্ত্রক। প্রাথমিকভাবে দিল্লি থেকে হাওড়া সহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ ১৫টি শহরে চলবে ১৫ জোড়া ট্রেন। টিকিট বুকিং শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ফের এক দফা ভিডিও বৈঠক

করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইঙ্গিত রইল লকডাউন বাড়াতে গুরুত্ব পাবে রাজ্যের মতামত। কি কি ছাড় চাই তাও জানাতে হবে রাজ্যকে।

বুধবার : জাতির উদ্দেশ্যে আরও একটা ভাষণে আত্মনির্ভর

ভারত অভিযানের ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে আর্থিক উন্নয়নের পাঁচ স্তম্ভকে মজবুত করতে ঘোষণা করলেন ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ।

বৃহস্পতিবার : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের

পাল্টা গ্রাম জাগরণের ডাক দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে তাঁর প্রকল্প 'মাটির সৃষ্টি'। জোর দেওয়া হয়েছে দল নিরপেক্ষ পক্ষপাতহীন কর্মসংস্থানেও।

শুক্রবার : কাল অপসারিত

হয়েছিলেন আইসি। আজ করোনা সচেতনতাকে কেন্দ্র করে ভদ্রেশ্বরের তেলেনিপাড়ায় ভয়ঙ্কর গোষ্ঠী সংঘর্ষের ফলে বাসিন্দাদের এলাকা ছাড়ার ঘটনা উঠে এল জাতীয় সংবাদ প্রবাহে। সুবিচার চেয়ে জেলাশাসকের দফতরের সামনে ধর্ণায় বসলেন হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

২০ লক্ষ কোটির প্যাকেজ * অর্থনীতির পঞ্চস্তম্ভ * লোকালে ভোকাল

আত্মনির্ভরতাই ভরসা

ওঙ্কার মিত্র : এবার আর সরাসরি মানুষকে আর্থিক ডোল নয়। অর্থনীতিকে আত্মনির্ভর করতে রোজগার ও লগ্নীকরণের পাশে দাঁড়াতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। খাদ্য ও জ্বালানী বিতরণের পাশাপাশি মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ যাতে ঝিমিয়ে না পড়ে তাই ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। বাজারে চাহিদা বাড়লে বাড়বে উৎপাদন। উৎপাদন বাড়লে জোয়ার আসবে কর্মসংস্থানে। কর্মসংস্থান বাড়লে বাড়বে ক্রয়ক্ষমতা, চাঙ্গা হবে অর্থনীতি। ফলে শিল্প ও কৃষিতে লগ্নীর পাশে দাঁড়াতে প্রধানমন্ত্রীর দেখানো পথ ধরে ব্যাপক ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা করেছেন অর্থমন্ত্রী। সঙ্গে রয়েছে কিছু ব্যক্তিগত ঋণের সুবিধাও। শিল্প ও কৃষি দুটি ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি লগ্নী চাঙ্গা হলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা তিনটেই বাড়বে। কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনার সুর আত্মনির্ভরতার তালে বেঁধে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের প্রতিবাদে ১৯০৫ সালে কলকাতার টাউনহলে জন্ম দিয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনের। পরবর্তীকালে যা ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র দেশ জুড়ে। বিদেশি দ্রব্য বর্জনের ডাক সাড়া ফেলে দিয়েছিল স্বাধীনতা তৃষ্ণার্ত ভারতবর্ষে।

তখনও ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে গিয়েছিল দুটি ভাগে। ইংরেজের সঙ্গে সখ্যতা রক্ষাকারী দেশীয় বড়লোকরা এই ডাককে পছন্দ না করলেও আপামর সাধারণ ভারতবাসী কাতারে কাতারে বর্জন করেছিলেন বিদেশী দ্রব্য। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পোড়ানো হয়েছিল বিদেশী বস্ত্র থেকে প্রসাধনী। বঙ্গভঙ্গ রোখা না গেলেও লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপন বিহারী পাল, অরবিন্দ ঘোষদের স্বদেশী আন্দোলন যে ইংরেজদের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল তার প্রমাণ ১৯১১ সালে কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর। এখনও 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' আমাদের জাতীয় চেতনার থিম সঙ্ হয়ে আছে।

এরপর গঙ্গা দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। ভারতের অর্থনীতি দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে গ্লোবাল হয়েছে। ফলে সংস্কৃতি, সমাজ, রুচি সবই স্বদেশি ছেড়ে বিদেশি অনুকরণ করতে শিখেছে। কখন যেন আমরা আত্মনির্ভরতা হারিয়ে পরনির্ভর হয়ে পড়েছি। মায়ের দেওয়া 'মোটা' কাপড় নয়, আমাদের চাই মোলায়েম লিনেন। এর সুযোগ নিয়ে আমাদের কষ্টার্জিত পয়সায় ফুলে ফেঁপে উঠেছে ইউরোপ, আমেরিকা, চিন, জাপান। প্রধানমন্ত্রী বলছেন করোনা এই দুর্বলতা ভারতকে বুঝিয়ে দিয়েছে। তাই আত্মনির্ভর হওয়া ছাড়া গতি নেই। ভালো থাকতে, ভালো খেতে, ভালো পরতে নিজেদের ক্ষমতা বাড়াতে হবে। নিজেদের বিদেশের কাছে না বিলিয়ে বিশ্বের ভরসা, আশ্রয় হতে হবে। তাই নিজেদের সাধ্য বাড়াতে হবে। বিলাস ব্যসন সবই করতে হবে আত্মনির্ভর হয়ে।

কংগ্রেস শাসনে নরসিমহা রাও ও মনমোহন সিং জুটি ভারতের অর্থনীতির বিশ্বায়ন ঘটিয়েছিলেন। বলেছিলেন খাঁচার মধ্যে নয়, খোলা হাওয়ায় ছেড়ে দিতে হবে অর্থনীতিকে। এর ফল ভালো হয়েছে না খারাপ তা নিয়ে যতই বিতর্ক থাক বিশ্বায়নের ফলে যে গরিবি কমেনি, বেকার কমেনি তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ বাণিজ্যে, সুখভোগে গ্লোবাল হলেও আমরা আত্মনির্ভর হতে পারি নি।

কথায় আছে বেটার লেট দেন নেভার। বেশ কিছুটা দেরি হলেও করোনার শিক্ষায় আমরা বুঝেছি ঝাঁ চকচকে মল নয় লোকাল দোকানটাই ভরসা। বিদেশি উৎপাদন নয় বাঁচাতে পারে দেশীয় শিল্প, দেশের কৃষক। তাই পরনির্ভর নয় আত্মনির্ভরতার ট্রাক ধরেই চলুক ভারতের অর্থনীতি যেখানে ধনী–গরিব ব্যবধান কমবে, কমবে বেকারের সংখ্যা। আর বিতর্ক নয়, রাজনৈতিক ছোঁয়াছুঁয়ি ভুলে নেমে পড়তে হবে সকলকে।

রাজ্য কি দিশা হারাচ্ছে

শক্তি ধর : করোনা পরবর্তী বিশ্বে ভারতের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হবে। এমন একটি গুঞ্জন গত এক দেড় মাস ধরে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংবাদ মাধ্যমে ঘনীভূত হচ্ছে। অর্থনীতিবিদরাও এই সম্ভাবনাকে আরও উস্কে দিয়েছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট

ট্রাম্পের চিনের প্রতি বিষোদ্গার এবং চিন থেকে শিল্প উচ্ছেদের জন্য শিল্পপতিদের জাপান সরকারের অর্থ বরাদ্দ। অনেকে আবার আগবাড়িয়ে একথাও বলতে শুরু করেছেন যে ইতিমধ্যে বেশ কিছু সংস্থার সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা শুরু করেছে ভারত। যদিও এমন কোন সম্ভাবনার খবর জানায়নি ভারত সরকারের সরকারি সূত্র। এরপর তিনের পাতায়

গুঞ্জনের পক্ষে ইতিবাচক সূত্রটা হল আমেরিকা, ইউরোপ ও জাপানের চিন বর্জনের সিদ্ধান্ত। সকলের ধারণা বিশ্বের তাবড় তাবড় শিল্প উৎপাদনের বিকল্প ধারক হয়ে উঠবে ভারত। কারণ এখানে শ্রমিক ও কাঁচামালের সুবিধা। তার উপর এই বছরই ভারত তার বাজেটে অভূতপূর্ব বরাদ্দ করেছে পরিকাঠামো উন্নয়নে। বিদেশি লগ্নীকারীদের আস্থা অর্জন সহজ হবে। সত্যি যদি এই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয় তাহলে ভারতে যে কর্মসংস্থানের বিপুল সুযোগ সৃষ্টি হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এই সম্ভাবনাকে আরও উস্কে দিয়েছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট

জুট মিল খুললেও অনিশ্চিত কর্মসংস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার মোট ২৫টি জুটমিলের সব কটিই বারাকপুর শিল্পাঞ্চল এলাকায়। এই জুট মিলগুলোতে সব মিলিয়ে প্রায় লক্ষাধিক শ্রমিক কাজ করেন। ভারতে করোনা সংক্রমণকে কেন্দ্র করে লকডাউনের প্রাথমিক পর্বের শুরু থেকেই জুট মিলগুলি বন্ধ হয়ে যায়। গত সপ্তাহের প্রথম দিকে কেলভিন জুটমিলটি খোলে। এরপর এক এক করে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত প্রায় পনেরোটি জুটমিল খুলেছে। তবে একমাত্র কেলভিন জুট মিলেই তিন শিফটে কাজ হচ্ছে। বাকিগুলোতেএক শিফট করে চলছে। এবং এক একদিন এক একেকটি ডিপার্টমেন্ট–এর কাজ হচ্ছে। কারণ লকডাউনের জন্য ট্রেন, বাস ইত্যাদি বন্ধ থাকায় দূরবর্তী শ্রমিকরা আসতে পারছেন না বলে জানালেন, উত্তর চব্বিশ পরগনার 'সিটু'র সম্পাদক গার্গী চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'সমস্ত শ্রমিকরা আসতে না

পারার জন্যে মাত্র ১৫–২০ শতাংশ শ্রমিক দিয়ে কাজ করছে জুটমিল মালিক সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। কিন্তু লকডাউনের ফলে শ্রমিকরা প্রায় দেড় মাস কাজ করতে পারেননি। এই অনুপস্থিতিগুলির বেতন শ্রমিকদের দেবার জন্য আমরা মালিকপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছি।' এরপর তিনের পাতায়

কন্টাইনমেন্টে রাজনৈতিক গন্ধ

কল্যাণ রায় চৌধুরী : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ পুরসভার মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ২২। সম্প্রতি এই পুরসভার ৬টি ওয়ার্ডকে বনগাঁ মহাকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কন্টাইনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ওয়ার্ড গুলি হল, ১,২,৪,১০,১৩ এবং ১৯ নম্বর। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, বনগাঁয় এখনও কোনও করোনা আক্রান্তের খবর নেই। ১০ নং ওয়ার্ডে এক ব্যক্তির করোনা আক্রান্ত খবর পাওয়া গিয়েছে। তবে তিনি বনগাঁতে আসেননি। তিনি কলকাতার এক বেসরকারি হসপিটালে ভর্তি থাকাকালীন করোনা আক্রান্ত হন, সেখানেই আছেন। তবে তার পরিবারের লোকদের হোম কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে বলে জানালেন বিজেপির বনগাঁ জেলা যুব সভাপতি দেবদাস মণ্ডল। তিনি বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে বনগাঁয় করোনা সংক্রমনের কোনও সম্পর্ক নেই।' তিনি এও বলেন,শুধু ৬টি ওয়ার্ডই নয়, স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করে কার্যত গোটা বনগাঁ পুর এলাকাতে কন্টাইনমেন্ট জোন করা হয়েছে। মহকুমা শাসকের কাছে এ বিষয় জানতে চাওয়া হলে তিনি এ বিষয়ে কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। আমরা সর্বদলীয় বৈঠকের আবেদন জানিয়ে ছিলাম, কিন্তু তাও করা হয়নি। তিনি পুরসভা নিয়ে নিজের মত একতরফা সিদ্ধান্ত নেন।' এরপরে দেবদাস বাবু সংযোজন করেন, আসলে ১৮/১৯ মে নাগাদ বর্তমান পুরবোর্ডের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তবু এই করোনা আবহকে কেন্দ্র করে লাগাম যাতে বর্তমান পুরবোর্ডের হাতে আরও কয়েক মাস থেক যায়, এই উদ্দেশ্যেই এহেন পদক্ষেপ বলে মনে করেন তিনি। এরপর তিনের পাতায়

কার্যালয়ে হামলায় দল ব্যবস্থা না নিলে অবস্থান কর্মসূচি : অশোক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ বিধানসভার বিধায়ক অশোক দেবের দফতরে সম্প্রতি একদল মানুষ জমায়েত হয়ে হামলা চালান। খোদ বিধায়ক অশোক দেব এই হামলার জন্য নিজের দলেরই বেশ কয়েকজন কাউন্সিলার ও যুব নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেছেন যে তাঁকে মার্ডার করার জন্যই এই হামলা চালানো হয়। হামলার সময় দফতরে উপস্থিত বেশ কয়েকজন মানুষও আক্রান্ত হন। পাঁচবারের এই জনপ্রিয় বিধায়ক

সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেন, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আমি সিপিএম–নকশালদের সঙ্গে লড়াই করেছি। এরপর তিনের পাতায়

করোনার হানা, মৃত ১

কুনাল মালিক : দক্ষিণ শহরতলির বজবজ ২ নম্বর ব্লকের মানচিত্রেও এবার ঢুকে পড়ল করোনা। গত ৯ মে এই ব্লকের কাশীপুর আলমপুর অঞ্চলের দে পাড়ার বাসিন্দা মদন চন্দ্র দে (৮০) নানা শারীরিক সমস্যা নিয়ে জোকার ইএসআই হাসপাতালে ভর্তি হন। ১০ মে ওই ব্যক্তি মারা যান। বিভিন্ন কারণে সন্দেহ হওয়ায় ওই ব্যক্তির করোনা রিপোর্ট করতে পাঠানো হয়, এবং শবদেহও হাসপাতালে রেখে দেওয়া হয়। ১১ মে রিপোর্টে দেখা যায় ওই ব্যক্তির করোনা পজিটিভ হয়েছে। ওই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই ব্লক প্রশাসন ও থানা প্রশাসন তৎপর হয়ে ওঠে। অসুস্থ ওই বৃদ্ধ মানুষটি বাড়িতেই থাকতেন, কীভাবে

বজবজ–২

তার দেহে করোনা সংক্রমণ হল– তা নিয়ে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এরপর তিনের পাতায়

তরুণ গবেষকদের গবেষণা

স্বীকৃতি পেল জিসিসি বায়োটেকের সস্তার কিট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় চিকিসা অনুসন্ধান পরিষদ (ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ – আইসিএমআর) পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রতিষ্ঠানের তৈরি সার্স–কোভ–২ ভাইরাল আরএনএ শনাক্তকরণ কিটকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কেন্দ্রের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা দপ্তরের অনুমোদন প্রাপ্ত, আইএসও – ১৩৪৮৫ স্বীকৃত জৈব প্রযুক্তির রিএজেন্ট (বিক্রিয়ক) তৈরির এই সংস্থাটি ডায়াগশিওর এনসিওভি–১৯ ডিটেকশন অ্যাসে নামে এই কিটটি তৈরি করেছে। দেশে যখন কোভিড – ১৯–এ সংক্রমিতদের নমুনা পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তখন এই কিটটি নমুনা পরীক্ষায় গতি আনবে। আইসিএমআর ১ মে, তাদের ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত তথ্য দিয়েছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, ২০১১৫কে ১২৭৮ এবং ২০১১৫কে ১২৫১ ব্যাচ নম্বরের কিটগুলি কোভিড সংক্রমণের নমুনা পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা যাবে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাকরাহাটের জিসিসি বায়োটেক ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের তৈরি এই কিটটির দাম মাত্র ৫০০ টাকা। ৯০ মিনিটের মধ্যে এটি ১০০ শতাংশ ভাইরাসকে শনাক্ত করতে পারে। এই কিটে ভাইরাস শনাক্তকরণের যে উপাদানটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিডকে চিহ্নিত করতে পারে। করোনা ভাইরাসের জোর করে লুকিয়ে থাকার ক্ষমতাও এই বিক্রিয়ক বানচাল করে দিতে পারে। তার ফলে এই কিট ব্যবহার করে ভুল রিপোর্ট পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। যাদের শরীরে ভাইরাল লোড খুব কম, বা যারা সদ্য সংক্রমিত হয়েছেন, এই কিট তাদের শরীরেও ভাইরাসের উপস্থিতির প্রমাণ দেবে।

সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই কিটটি উদ্ভাবন করতে একদল তরুণ গবেষক দিন–রাত এক করে কাজ করেছেন। এই কিট ব্যবহারের ফলে করোনা সংক্রমণের নমুনা পরীক্ষার খরচ অনেকটাই কমে যাবে। এর জন্য নমুনা পরীক্ষা লক্ষ লক্ষ মানুষের আয়ত্বের মধ্যে চলে আসবে। এখন আর বিদেশ থেকে আমদানি করা কিটের ওপর নির্ভর করতে হবে না।

এই কিটটি তৈরি করতে পলিমারেস উসেচক এবং অন্যান্য যেসব বিক্রিয়কের প্রয়োজন হয়, সেগুলি দেশেই পাওয়া যায়। কেন্দ্রের মেক – ইন – ইন্ডিয়া' কর্মসূচীর অবলম্বনে এই কিটটি তৈরি করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লুএইচও – হু) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, এই ধরণের কিটের জন্য যে গুণমান নির্ধারণ করেছে, এই কিটে তা বজায় রাখা হয়েছে। এরপর তিনের পাতায়

স্পর্শহীন সাবান উদ্ভাবন করল সিএমইআইআর

শ্রীজাতা সাহা সাহু : কোভিড–১৯ জীবাণুটি অপ্রত্যাশিত হারে ছড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষিতে নাগরিক সমাজের প্রত্যেকের কাছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা–বর্ণিত ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধিগুলি কঠোরভাবে মেনে চলা অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছে। সারাদিন একাধিক বস্তুর সংস্পর্শে আসার দরুন আমাদের হাত কোভিড–১৯–এর মত মারণ জীবাণু বহনের ক্ষেত্রে সব থেকে সহজ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। তাই সাধারণ ভাবে হাত পরিষ্কার রাখার পাশাপাশি, প্রত্যেক ব্যক্তির বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নীতি–নির্দেশিকাগুলি মেনে চলা আবশ্যক, কারণ সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে হাত জীবাণুমুক্ত রাখা যায়।

বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদের অধীন দুর্গাপুর–

স্থিত সি.এম.ই.আর.আই.–সি.এস.আই.আর. প্রতিষ্ঠানটি হাত জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য স্পর্শহীন সাবান তথা জল ছেটানোর বিশেষ যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। এই যন্ত্রটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যখনই আমাদের হাত যন্ত্রের কাছাকাছি আসবে তখনই স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থার মাধ্যমে সাবান ও জল একসঙ্গে বেরিয়ে আসবে। যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসা সাবান ও জলের সংমিশ্রণে তৈরি তরল পদার্থটি ২০ সেকেন্ডের ব্যবধানে একাধিকবার বেরিয়ে আসবে। এ প্রসঙ্গে দুর্গাপুরের এই প্রতিষ্ঠানটির নির্দেশক তথা অধ্যাপক ডঃ হরিশ হিরানী জানিয়েছেন, যন্ত্র থেকে ২০ সেকেন্ড সময়ের ব্যবধানে বেরিয়ে আসা তরল এই পদার্থটি হাতকে জীবাণুমুক্ত করার ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। যন্ত্রটিতে এমন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আদর্শ স্বাস্থ্যবিধির মান অনুযায়ী, অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত সাবান ও জল দিয়ে ঘষার স্বয়ংক্রিয় ভাবে ব্যবস্থা করে দেয়। গবেষণা এবং আর্থিক চাহিদার বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে এই প্রযুক্তটি আবিস্কার করা হয়েছে, যাতে যন্ত্রটি সকলের কাছে সহজলভ্য হয়ে ওঠে। স্পর্শহীন সাবান তথা জল ছেটানোর এই যন্ত্রটি বিভিন্ন জায়গায় যেমন হাসপাতাল, শপিংমল, ব্যাঙ্ক, স্টেডিয়াম, মার্কেট কমপ্লেক্স প্রভৃতি জায়গায় ব্যবহার করা যাবে।এই অভিনব যন্ত্রের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট গগুলি হল–সহজে বহনযোগ্য, স্পর্শ ছাড়াই সাবান ও জল বেরিয়ে আসার ব্যবস্থা, সাবান ও জল বেরিয়ে আসার জন্য একটি মাত্রই কল, একক আই.আর সেন্সর অর্থা সংবেদনশীল স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, যন্ত্রে বসানো জলের ট্যাঙ্কের (তরল সাবান সহ) ধারন ক্ষমতা ২৫০ মিলিলিটার। এরপর তিনের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সভানেত্রী তথা সংঘ মাতা শ্রীমতি ঁসুজাতা গুহর প্রয়াণে শোকাহত

শ্রদ্ধার্ঘ

নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও আলিপুর বার্তা পরিবার

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ০৯ মে – ১৫ মে, ২০২০

করোনা যুগের শিক্ষা

লকডাউন না হলে আমরা জানতামই না যে দেশে এবং বিদেশের স্বাস্থ্য, গবেষণা, শিক্ষা, মানবিকতা ও সৃষ্টিশীল কাজের বহর। দেশের এবং বিদেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও গবেষণা ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তা বিশ্ববাসী মর্মে মর্মে অনুভব করেছে। একদা উন্নয়নশীল, উন্নত ও তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে যে সীমারেখা ছিল তা মুছে দিয়েছে করোনার মৃত্যুশীতল মেঘ। ইউরোপ থেকে আমেরিকা, এশিয়া থেকে আফ্রিকা সর্বত্রই মৃত্যু মিছিলের শোক যাত্রা। সাম্প্রতিক ক্ষতিতে সার্স ও মার্স নিয়ে নানা গবেষণা হয়েছে। মহামারী সেভাবে ছড়িয়ে পড়ে নি। বিপুল পরিমাণ অর্থ, সময় ও গবেষণা ব্যয়িত হয়েছে অস্ত্র গবেষণা থেকে মহাকাশ গবেষণায়। উন্নত প্রযুক্তির হাত ধরতে, উন্নত শিক্ষার মান ছুঁতে এবং মোটা অঙ্কের চাকরি পেতে বিদেশ গমন একটা 'আভিজাত্যে' একটা রাবার স্ট্যাম্প পড়ত। আজ বিশ্ব একাকার। অবসরের অভিজ্ঞতায় অধিকাংশ কর্মজীবী গৃহবন্দী হয়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন অদৃশ্য করোনার অসীম শক্তি ক্ষমতা। স্বাস্থ্য পরিষেবায় কম বেশি প্রতিটা রাষ্ট্রই যে ভবিষ্যৎ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেছে তা অস্বীকার করার জায়গা নেই।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে শিক্ষার্থীকুল। স্বদেশ–বিদেশ নয় দেশের শিক্ষা খুঁজে পেতে নতুন নতুন পন্থায় অগ্রসর হতে হচ্ছে। সংবাদ পত্র থেকে গ্রন্থ প্রকাশনা সর্বত্রই ই–যুগের রমরমা। পরীক্ষা না দিয়েও পাস করে যাওয়ার অত্যাশ্চর্য ফতোয়া সত্যি সত্যি বাস্তবে ঘটেছে।

করোনা যুগ না এলে জানা যেত না অনেক মানবিক মুখের প্রতিচ্ছবি। চিকিৎসক–নার্স থেকে শুরু করে যাবতীয় অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা এবং তার মাহাত্ম্য দেশবাসী ও বিশ্ববাসী প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করেছে। এবার রাজনীতিকদের বহুমুখী রাজনীতির করার প্রতিভা করোনা যুগেই প্রতিভাত হল। ট্রাম্প থেকে চিন কিংবা মোদী থেকে মমতা সর্বত্রই সেই রাজনৈতিক সুর ভেসে বেড়িয়েছে। বেজে উঠেছে কোথাও আস্ফালনের সুর কোথাও বা সহমর্মীতার বেদনা। দেশের মধ্যে এই অভূতপূর্ব সঙ্কটকালে রাজনৈতিক রেষারেষির পাশাপাশি জাতপাতের হিংসাও থেমে থাকে নি। এর মধ্যে ভাললাগার দিকওঅনেক। পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় স্বতপ্রণোদিত হয়ে সমাজ সেবার দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন তরুণ সম্প্রদায়। যে মঠ মন্দিরকে একদা ভোগবিলাসের ধর্ম স্থান রূপে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চলত আজ তারাই সর্বাগ্রে লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে প্রতিদিন অন্য তুলে দেওয়ার জন্য সক্রিয়। যার ভিন রাজ্যে শ্রম দিয়ে জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন, পরিবারের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে তাদের পক্ষেও সচেতন জনমত সংগঠিত হচ্ছে। প্রবল অর্থনৈতিক চাপের ফাঁস থেকে আমাদের দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা মুক্তির উপায় খোঁজার চেষ্টা করছেন। এটাও আশার কথা। এখন আর চিকিৎসক দের নার্সদের বিরুদ্ধে অজ্ঞ কুশিক্ষিত লোকজনদের বাড়াবাড়ি অনেকটাই নিম্নগামী। আশার কথা পরিবেশ অনেকটাই তার পূর্বরূপ ফিরে পাওয়ার পথে। এই করোনা যুগ শেষ হলে মানুষ আরও চৈতন্যময় হবে এটাই প্রত্যাশা।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র পাঠ

তদে জতি তগ্নৈ জতি তদৎ দূরে তদ্বন্তিপে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বসাস্য বাকহ্যতঃ।।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সচল এবং অচল। তিনি বহু দূরে রয়েছেন, আবার সন্নিকটেও অবস্থান করছেন। তিনি সকল বস্তুর অন্তরে এবং বাইরে অবস্থান করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান অচিন্ত শক্তির দ্বারা যে অপ্রকৃত কার্যকলাপ প্রদর্শণ করেন তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরস্পর বিরোধি কথা উল্লেখ করে ভগবানের অচিন্ত শক্তির প্রমান করা হয়েছে। তিনিই সঞ্চরণশীল এবং সঞ্চরণশীল নন। এই প্রকার পরস্পর বিরোধি বৈশিষ্ঠ ভগবানের অচিন্ত শক্তিকে ইঙ্গিত করে। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা আমরা এই ধরনের পরস্পর বিরোধি উক্তির সমন্বয় সাধন করতে পারি না। আমাদের সীমিত জ্ঞান দ্বারা আমরা কেবল ভগবান সম্বন্ধে কিছু কল্পনা করতে পারি। মায়াবাদ সম্প্রদায়ের নির্বিশেষবাদী দার্শণিকেরা ভগবানের নির্বিশেষ কার্যকলাপ মাত্র গ্রহণ করেন এবং তাঁর সর্বশেষ রূপকে বাতিল করে দেন।

ফেসবুক বার্তা

সমস্থ স্বাস্থবিধি মেনেই চলছে জগন্নাথদেবের রথ তৈরী প্রক্রিয়া

করোনাযুগে শেয়ার বাজারেও বিবর্তনে বাঙালি

পার্থসারথি গুহ ঃ

বাঙালি নাকি ব্যবসাবিমুখ। এই কথাটা একটা প্রবাদবাক্য হয়ে চলে আসছে বহু বছর ধরে। আদৌ কি কথাটা সত্যি। এই প্রশ্নের জবাবে গিয়ে বলতে হয় বাঙালি অনেকটাই পালটে গিয়েছে। আগের মতো গাঁ।ামি এখন আর দেখা যায় না তাদের মধ্যে। বিশ্বায়নের রথে সওয়ার জন্যই নিশ্চিতভাবে এই পরিবর্তন। আর পালটে যাওয়া বাঙালি এখন ব্যবসাটাও বেশ চুটিয়েই করছে। স্বাভাবিকভাবেই তাতে ভাগ বসিয়েছে শেয়ার বাজারও। তাই পা।ায় পা।ায় টেনিদা–ঘনাদাদের আড্ডায় এখন তৃণমূল–বিজেপি, মেসি–কোহলিদের ছাপিয়ে জায়গা করে নিচ্ছে শেয়ার বাজারের হালহকিকত। নিফটি সেনসেক্সের বা।া–কমা নিয়ে চলছে জোর কপচানি। অবশ্যই চায়ের পেয়ালায় চুমুক মারতে মারতে চলছে এই শেয়ার আড্ডা।

কিন্তু শেয়ার বাজার সম্পর্কে অন্ধকারটা কি পুরোপুরি কেটেছে বাঙালির মন থেকে। এই ক্ষেত্রে যে কথাটা উঠে আসছে তা হল সময়ের সঙ্গে যুগের সাথে তাল মেলালেও এখনও অর্থবাজার নিয়ে অনেকটাই অন্ধকারে গ।পরতা বাঙালি। শেয়ার বাজার কী, খায় না মাথায় মাখে সেটাই তো পরিস্কার নয়। অনেকে তো বেমালুম একে জুয়ার আ।ত বলে আখ্যা দিয়ে দেন। অদ্ভুত এক প্রশান্তি লাভ করেন শেয়ার বাজার নিয়ে চারটি গাঁজাখুরি তথ্য তুলে ধরে। যারা শেয়ার বাজারকে নিয়ে এত কটুক্তি করেন তারাই আবার চিটফান্ডে টাকা রেখে ফঁসে

গিয়েছেন এমন উদাহরণও কিন্তু ভুরি ভুরি। তারা একবারও ভেবে দেখেন না শেয়ার বাজার কিন্তু ভারত সরকার অনুমোদিত। হয়তো সেখানে অনেক আজে বাজে কোম্পানির শেয়ার ফাঁকতালে গছিয়ে গিয়েছে সেখানে। কিন্তু, পাশাপাশি প্রচুর সংস্থা রয়েছে যারা চুটিয়ে মাথা উচু করে ব্যবসা করে চলেছে। বছরের পর বছর একেকটা ত্রৈমাসিকের দুর্দান্ত পারফরমেন্স, ভাল ব্যবসা ধরে রাখা, ঠিকঠাক অর্ডার পাওয়া ইত্যাদি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এরা শেয়ার বাজারে আইকন হয়ে উঠেছে। পোশাকি ভাষায় এদের বলা হয় ব্লু চিপ শেয়ার। এদের কাজের দক্ষতার নিরিখেই এরা অভিজাত হয়ে উঠেছে শেয়ার বাজারে। সেজন্যই শেয়ার বাজারে পা রাখা ইস্তক বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন ধারাবাহিকতায় সেরা এইসব ব্লু চিপ শেয়ার কিনতে। ইনফোসিস, টিসিএস, আইটিসি, এইচডিএফসি, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, টাটা স্টিল, হিন্দুস্থান উইনিলিভার, ডাবর প্রভৃতি বেশ কিছু নাম আছে যাদের শেয়ার কিনলে আপনি চোখ বুজে থাকতে পারেন। অনেকটা ফিক্সড ডিপোজিটের মতো ব্যাপার আর কি। বলাবাহুল্য, ফিক্সড ডিপোজিটের চেয়ে লাভের পরিমাণও এখানে অনেকটা বেশি। তাও বিশেষজ্ঞরা এও বলে থাকেন, বাজারে যে অংশের টাকা লগ্নি করবেন তার পুরোটাই শেয়ার বাজারে না খাটিয়ে এর অন্তত ২৫–৩০ শতাংশ অর্থ বিনিয়োগ করা। বাকিটা অবশ্যই ফিক্সড ডিপোজিট ও অন্যান্য খাতে লগ্নি করা উচিত। শেয়ার বাজারের ঝুঁকির কথা মাথায় রেখেই এই কথা বলা।

তবে বয়স কম হলে ঝুকি নেওয়ার ক্ষমতা অনেকটাই বে।ে যায়। মোটের ওপর শেয়ার বাজারে যদি সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে এগনো যায় তাহলে এখান থেকে জীবনের অনেক সাধ আহ্লাদ মেটানো সম্ভব। আয়ের একটা অংশ যদি মাসে মাসে অল্প অল্প করে শেয়ারে লগ্নি করা যায় তাহলেও সুন্দর ভবিষ্যত গ।া সম্ভব।

সেজন্য এখন থেকেই তাই শেয়ার বাজারে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে এগতে হবে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করলে খুবই ভাল। আর শেয়ার বাজারে কাজ করতে হলে এই মুহূর্তে জরুরি যেটা সেটা হল একটা ভাল জায়গায় ডিম্যাট ও ট্রেডিং আকাউন্ট খুলে ফেলা। তারপর আস্তে আস্তে ঠিকমতো নিজের সুগঠিত একটা শেয়ার প্রোফাইল গ।ে তোলা।

নদী বাঁধ ভাঙছে
আতঙ্কে প্রহর গুনছে গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভালোবাসা সর্বনাশা নদীর পাড়ে বাস, কখন ঝরে ভাঙ্গে রে ঘর ভাবনা বারো মাস। সত্যি আতঙ্ক আর দুশ্চিন্তার মধ্যে প্রহর গুনছে এই সমস্ত মানুষ গুলি। একদিকে লকডাউন এ ঘরবন্দি অন্যদিকে বাঁধ ভাঙ্গার আতঙ্ক এ যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। পূর্ণিমার ভরা কোটা লে ভাঙছে একাধিক নদী বাঁধ। সুন্দরবনের গোসাবা ঘোড়ামারা দ্বীপ নামখানা কুলতলী সহ ডাযমন্ড হারবারে ভাঙছে নদী বাঁধ। আর নদীর সেই নোনা জল ঢুকে পড়ছে গ্রামে গ্রামে। ডায়মন্ড হারবারের ছোট নদীর পাড়ে নদীর

স্রোতে ভেঙে পড়েছে বাঁধের একাংশ যেখানে হু হু করে নোনা জল ঢুকছে। এই ছোট নদীর পাড়েই ডাযমন্ড হারবার ১৩ নম্বর ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু অংশ রয়েছে যেখানে মানুষ গুলো প্রায় প্রতিদিনই আতঙ্কের মধ্যে প্রহর গুনছে। কখন না এই নদীর উত্তাল স্রোত ভেঙে দেয় পুরোপুরি। মূলত ডায়মন্ড হারবার এই ছোট নদীর পাড়ে রয়েছে বেশ কয়েকটি সরকারি দপ্তর বিএসএনএল অফিস থেকে শুরু করে পোস্ট অফিস বিভিন্ন সরকারি দপ্তর। আর এই নদীবাঁধ ভাঙলে ভাসবে সমস্ত কিছুই। যার জেরেই এখন আতঙ্কে দিন গুণছে এই সমস্ত এলাকার মানুষ গুলো। তবে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে ইতিমধ্যেই যে সমস্ত জায়গার বাঁধ গুলি ভাঙছে সেই সমস্ত জায়গায় প্রশাসন যত শীঘ্রই সম্ভব কাজ শুরু করে দিয়েছেন। তবে নদীর ভরা কোটাল এ যেভাবে নদীর জল বেড়ে উঠছে তাতে কোন দিন না ভাসতে হয় গোটা ডায়মন্ডহারবার বাসীকে।

সুন্দরবনে নিয়ম মেনে পালিত হলো দুই সম্প্রদায়ের মিলিত বনবিবির পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : লকডাউন চলছে। সরকারি নির্দেশে সুন্দরবনের জঙ্গলে মস্যজীবিদের যাওয়া বারণ। কিন্তু তা বলে সুন্দরবনের মানুষের কল্যাণে বনবিবির পুজো কি বন্ধ করা যায়। তাই নিয়ম মেনে মঙ্গলবার কুলতলির দেউলবাড়ি এলাকায় হয়ে গেল বনবিবির পুজো। এই পুজোর পুরোহিত প্রনবেশ চক্রবর্তী বলেন, সুন্দরবনের জঙ্গলে ঢুকতে গেলে বনবিবির পুজো করে মস্যজীবিরা জঙ্গলে ঢোকেন। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষজন প্রতি বছরের বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার বনবিবির পুজো করেন রীতি মেনে। অন্য বছর এই দিনে এই পুজো উপলক্ষে

মেলাও বসে। কিন্তু এ বছর লক ডাউনের কারনে সে সব বন্ধ।শুধু মাএ নিয়ম মেনে পুজো টা হচ্ছে। সুন্দরবনের মানুষ মা বনবিবির কাছে একটাই প্রার্থনা করছে দ্রুত সুন্দরবনের মানুষ করোনা মুক্ত হোক। আবার যেন তাঁরা আগের মতন সুন্দরবনের জঙ্গলে গিয়ে তাদের রুজি রোজগার করতে পারে।

খাদ্য বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘদিন ধরে নিজের এলাকা সহ আশেপাশের প্রায় ১৫০০ মানুষকে জনতা কিচেনের মাধ্যমে খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুজিত কুন্ডু। পাশাপাশি প্রতিদিন সকালে নিজের এলাকা সহ আশেপাশের এলাকার শিশুদের জন্য বিনামূল্যে ১০০ লিটার দুধ তুলে দিচ্ছেন প্রায় ৫০০ মানুষের হাতে। মঙ্গলবার সকালে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা মন্ত্রী বিনয় কৃষ্ণ বর্মন তার এই উদ্যোগের পাশে দাঁড়াতে তাকে সাহস জোগানোর লক্ষ্যে জনতা কিচেনের এই মহান উদ্যোগে সামিল হন। এই প্রসঙ্গে কাউন্সিলর শুভজিৎ কুন্ডু বলেন সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতেই তারে উদ্যোগ এবং যতদিন লকডাউন চলবে তিনি এভাবেই মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবেন।

রাধাকৃষ্ণ সেবা সমিতির ত্রাণ

মলয় সুর, হুগলি : ভদ্রেশ্বর পুরসভার ৬নং ওয়ার্ডে তেলিনী পাড়া চন্দ্রবাবুর বাজার এলাকায় স্থানীয় জুট মিলের শ্রমিক কর্মচারী ও বিভিন্ন ভাষাভাষি লোকের বসবাস। লকডাউনের জেরে খেটে খাওয়া দিন মজুরদের পাশাপাশি ইঞ্জিন ভ্যান চালক ও রিকশা চালক, ভিখারী, ভবঘুরে, বাড়ির কাজের লোকদের ১লা মে থেকে প্রতিদিন দুপুরে রান্না করা খাবার তুলে দেন রধাকৃষ্ণ সেবাসমিতি। তেলিনি পাড়া গেট বাজার এলাকার সংস্থার প্রধান কর্নধার অরবিন্দ চৌধুরী, রবি নায়েক, প্রদীপ চৌধুরী, বিক্রম চৌধুরী, সুরজ তাঁতি ও জগন্নাথ নায়েক প্রত্যহ ২৩০০ জন মানুষকে ভাত, ডাল, সবজি, মাছ, ডিম ও সোয়াবিনের তরকারি দিচ্ছেন তাঁরা। পাঁচ জন সমাজকর্মী কাজ করছেন। ১৫ মে পর্যন্ত চলবে রান্না করা খাবার বিতরণ। এই অসহায় মানুষদের খুবই উপকারে লাগছে রান্না করা খাবার বিলি।

আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১২ মে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মদিন আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উপলক্ষে বিচ্ছিন্ন দ্বীপে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এর ছবিতে মালা দিয়ে, মোমবাতি জ্বালিয়ে ও কেক কেটে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নার্স দিবস।

আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উপলক্ষে ঐদিন কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালের সিস্টার নাইটিঙ্গেল টিম আসে বিচ্ছিন্ন ঘোড়ামারা দ্বীপের হাটখোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বাসিন্দাদের হাতে মাস্ক ও খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন এস এস কে এম

হাসপাতালের নার্স ইনচার্জ মিঠু সেন। তিনি জানান, সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে নোভেল করোনা ভাইরাস এর দাপট। তার মধ্যেও আক্রান্ত মানুষদের দিনরাত পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সরা। তারই মধ্যে কয়েকদিন আগে আমরা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মৌশুনী দ্বীপে দুঃস্থ গরীব মানুষদের হাতে ত্রাণ তুলে দিয়ে এসেছি। আজ আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ঘোড়ামারা দ্বীপে এসেছি। এছাড়াও ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মদিন উপলক্ষে কেক কেটে বাচ্চাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

একগুচ্ছ দাবি নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্মারকলিপি জমা জয়নগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগর : লকডাউন চলছে। আর এই সময়ে সামাজিক দূরত্ব রেখে রাজনৈতিক দল গুলি ৬–৭ দফা দাবি নিয়ে সংগঠন ও বিজেপির যুব মোর্চার তরফে পৃথক পৃথক ভাবে স্মারক লিপি জমা দিলো জয়নগর ১ নং বিডিও অফিসে। সংগঠন গুলির

সোমবার স্মারকলিপি জমা দিলো বিডিও অফিসে। এদিন এস ইউ সি আই, অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন, সারা ভারত ক্ষেত মজদুর তরফে দাবিপত্রে বলা হয়, পরিযায়ী শ্রমিকদের দ্রুত বাড়িতে ফেরাতে হবে, প্রচেষ্টা ফর্মের নিয়মের সরলীকরন করতে হবে, অবিলম্বে মদ বিক্রি বন্ধ করতে হবে,তিন মাসের বিদ্যুৎ বিল মুকুব করতে হবে, সব মানুষকে রেশন দিতে হবে। জয়নগর ১ নং বিডিও নৃপেন বিশ্বাস দাবিপত্র দিতে আসা সংগঠক দলের প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করেন এবং দাবিপত্র গ্রহন করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু কিশোরের

নিজস্ব প্রতিনিধি : লকডাউনের মাঝে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হলো এক কিশোরের। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, সোমবার রায়দীঘির মেনাতে ফিশারীর তারে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হলো এক কিশোরের। দীপঙ্কর বৈদ্য নামে বছর ১১র এক কিশোর মাঠে গরু বাঁধতে গেলে এদিন ফিশারীর খোলা তাঁরে হাত লেগে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। ঘটনার খবর পাওয়ার পর রায়দীঘি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছায় এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এই ঘটনায় ফিশারী মালিকের গ্রেফতারের দাবি করেছেন মৃতের বাবা গোপাল বৈদ্য।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রেশনের কুপন নেবার ভিড় জয়নগর ব্লক খাদ্য দফতরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : লকডাউন পরিস্থিতিতে সারা রাজ্যে বিনামূল্যে সকল মানুষ কে রেশন সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। এখনো রাজ্যের বহু মানুষ ডিজিটাল রেশন কার্ড হাতে পাই নি। তাদেরকে কুপনের মাধ্যমে রেশন সামগ্রী বিতরণ করা

হচ্ছে। সেক্ষেত্রে ও অনেক মানুষ কুপন পায় নি বলে অভিযোগ। এমতাবস্থায় রাজ্য সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয় যাদের ডিজিটাল রেশন কার্ড আসে নি তাঁরা পুরোনো রেশন কার্ড দেখিয়ে রেশন সামগ্রী গ্রহণ করতে পারবেন। আর তাই ব্লক খাদ্য দফতরে সোমবার গিয়ে দেখা গেল, বহু মানুষ লাইন দিয়েছে রেশন কার্ড নেবার আশায়। ঘটনাটি জয়নগর ১ নং খাদ্য দফতরে। এ ব্যাপারে জয়নগর ১ নং ব্লক খাদ্য নিয়ামক অর্কজি ভৌমিক বলেন, সরকারি নির্দেশ এখনো আমাদের হাতে এসে পৌছায় নি। অযথা এই সময়ে লাইন দিতে বারণ করা হচ্ছে। মাইকিং করা হচ্ছে। সরকারি নির্দেশ আসলে সেই মতো কাজ করা হবে।

করোনা যুদ্ধে সপাটে ব্যাট চালিয়ে জয়ের মালা পরলেন সুন্দরবনের গৃহবধু নার্স ইন্দ্রাণী দত্ত

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : –ঘুটিয়ারী শরীফ এলাকার বাসিন্দা পেশায় ইনষ্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ হাসপাতালের নার্স ইন্দ্রাণী দত্ত।তিনি জীবন বাজী রেখে করোনায় আক্রান্তদের সেবা করতে গিয়ে নিজেই করোনায় আক্রান্ত হন গত ২৯ মে। এমন খবর প্রকাশ্যে আসতেই ক্যানিং মহকুমার সর্বত্র চাপা গুঞ্জন শুরু,হয় আর রক্ষা করা গেলো না! দাপটের সাথে সুন্দরবনে সিংহদূয়ারে থাবা বসিয়েছে করোনা।সমগ্র এলাকা শেষ হয়ে যেতে পারে এই করোনা ভাইরাসে। পাড়ার মোড়ে মোড়ে রাস্তায় বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয় চলাচলের রাস্তা।ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে সচেতনতার সাথে গড়ে ওঠে প্রতিরোধ। গৃহবধু নার্স ইন্দ্রাণী দত্ত কে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিসার জন্য।পাশাপাশি তাঁর পরিবারের সকল কে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যানিং –এর পথের সাথী আইসোলেসন সেন্টারে। কয়েকদিন পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর ইন্দ্রানী দেবীর পরিবারের অন্যান্য সদস্যের শরীরে করোনার কোন উপসর্গ না পাওয়ায় তাঁদের কে বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়। কিন্তু করোনা যোদ্ধা ইন্দ্রানী দেবী সুস্থ হয়ে বাড়িতে না ফেরায় উদ্বিগ্ন

হয়ে পড়েন এলাকার লোকজন। সহজে হাল ছাড়ার পাত্রী নন বাংলা তথা সুন্দরবনের এই গৃহবধু। প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি। মঙ্গলবার বিকালে ফিরে আসেন নিজের বাড়িতে।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ১ ব্লকের জীবনতলা থানার অর্ন্তগত বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতাপগড় কলোনীতে তিনি নিজের পাড়ায় পা রাখতেই জনজোয়ারে ভেসে যায়। ইন্দ্রানী দেবী কে লক্ষ্য করে শুরু হয় পুষ্প বৃষ্টি। তাঁকে ফুলের মালা গলায় পরিয়ে বরণ করে নেন পাড়া প্রতিবেশীরা।

লকডাউন ভেঙে পুলিশকে মারধর মল্লিকপুরে, ধৃত ১৮

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভার অধীন মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচঘড়া এলাকায় কয়েক দিন আগেই এক করোনা আক্রান্তের হদিশ মিলেছিল। ওই ৫৫ বছরের ব্যক্তি কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। তারপরেই পঞ্চায়েত ও পুলিশের পক্ষ থেকে ওই এলাকা কন্টেনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এলাকা সিল করে দেওয়া হয়। এর পরেই মঙ্গলবার বেলায় রীতিমত লকডাউন উপেক্ষা করে চায়ের দোকান খুলে আড্ডা বসিয়েছিল জনাকয়েক যুবক। এই জমায়েত সরিয়ে চায়ের দোকান বন্ধ করতে বলে এলাকায় টহলরত বারুইপুর থানার পুলিশ অভিযোগ, এরপরেই পুলিশের সাথে বচসায় জড়িয়ে পড়ে এলাকার লোকজন। পুলিশ বার বার বোঝালেও কোন কাজ হয় না। এরপর পুলিশের উপর হামলা চালানো হয়। পুলিশের গাড়ি আটকে রেখে বিক্ষোভ ও ব্যাপক ইট বৃষ্টি শুরু হয়। গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এমনকি পুলিশকে রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয়। পুলিশের উপর সোডার বোতল, আম কাঠ নিয়ে আক্রমণ করা হয়। এস আই ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় সহ ৫ জন সিভিক পুলিশ কর্মী গুরতর আহত হয়। তাঁদের কারুর মাথা ফাটে,কারুর পায়ে ও হাতে চোট

লাগে। পুলিশ পালিয়ে অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নেয়। খবর যায় বারুইপুর থানায়। আই সি দেব কুমার রায়, এস ডিপিও অভিষেক মজুমদারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনি ঘটনাস্থলে যায়। নামানো হয় র‍্যাফ। এরপর পুলিশ তল্লাশিচালিয়ে ১৮ জন কে গ্রেপ্তার করে। তাদের কে বারুইপুর আদালতে তোলা হয়। প্রসঙ্গত, সোমবার সকালে কাজি পাড়ায় পঞ্চায়েতের স্বেচ্ছা সেবকেরা দোকান বন্ধ করতে বলায় তাদের তাড়া করা হয়েছিল। পুলিশ গেলে বিক্ষোভ দেখান হয়ে ছিল। এর কিছুদিন আগে মল্লিকপুরেই জমায়েত বন্ধ করতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয়েছিল বারুইপুর বিডিও ও এদিকে পাঁচঘা।। ক্ষিরিসতলার ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই এলাকায় কয়েকদিন ধরেই লক ডাউন মানা হচ্ছিল না। রীতিমত দোকান খোলা হচ্ছিল কনটেনমেন্ট জোনে। জয়েন্ট বিডিওকে। গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছিল। পরপর মল্লিকপুরের এই ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনের নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ প্রশাসন থেকে বারংবার এলাকায় মাইকিং করে ও সচেতন করা যায়নি মানুষকে। রাতে ও ওই এলাকায় গেলে পুলিশকে কাজে বাধা দেওয়া হয়। এদিন ক্ষিরিসতলা মোড়ে চায়ের দোকানে জমায়েত বন্ধ করতে বলে পুলিশ। তারপরেই প্রথমে পুলিশের সাথে তর্কতকি, পরে পুলিশ কে ঘিরে ধরে হামলা করা হয়। এদিকে এই ঘটনার নিন্দা করে মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হবিবুর রহমান বৈদ্য বলেন,এলাকায় পজিটিভ হওয়ায় খবর ওরা মানতে চায়নি। ওরা লকডাউন মানতে চায়নি। পুলিশের উপর আঘাত অতি নিন্দনীয়। পুলিশের উপর আঘাত করলে কোন ছাড় নয়। পাঁচঘড়া,সরদার পাড়া, দাস পাড়া ও কাজি পাড়া কন্টেনমেন্ট জোন করা হয়েছে। এই ঘটনায় বারুইপুর এস ডিপিও অভিষেক মজুমদার বলেন, লকডাউন মানা হচ্ছিল না এলাকায়। পুলিশ বারণ করায় পুলিশের উপর হামলা হয়। গাড়ি ভাঙচুর হয়। পুলিশ আহত হয়। লকডাউনকে ভেঙে আইন কে নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া ঘোরতর অন্যায় বলে মনে করছেন অনেকেই।

মেয়ের জন্মদিনে দুঃস্থদের জন্য ফ্রি সবজি বাজার দাঁইহাটবাসীর

দেবাশিস রায় : হৈচৈ করে এবার মেয়ের জন্মদিন উদযাপনে লকডাউনের বাধা। কিন্তু, তাতে মেয়ের একটুও মনখারাপ হয়নি। বরং মেয়ের আবদার মেনেই তাঁর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে দু'দিনের জন্য একটা ফ্রি সবজি বাজার বসিয়ে নজির সৃষ্টি করলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাট শহরের বাসিন্দা তথা স্থানীয় প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর সুদীপ্ত রায়। ১০ এবং ১১ মে দু'দিনে প্রায় চারশো দুঃস্থ অসহায় মানুষজন এই বিনামূল্যের বাজার থেকে সবজি সহ মশলাপাতি সংগ্রহ করেন।

একটানা লকডাউনে দাঁইহাট শহরের বিস্তীর্ণ এলাকার অসংখ্য দুঃস্থ অসহায় মানুষের কপালে দুঃশ্চিন্তার ভাঁজ প।ছে। উপার্জন বন্ধ। তাই ছা–পোষা সংসারে অর্থাভাবও যথেষ্টই। সরকারি রেশন ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সহৃদয় ব্যক্তি ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত চাল, ডাল, আটা প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রীতে কিছুটা সুরাহা মিললেও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির বাজারে রোজকার শাক–সবজি কেনাটা ওই সব দুঃস্থ অসহায় মানুষের কাছে একটা বিলাসিতার নামান্তর। আর

এই দুঃসহ পরিস্থিতিটাই ভাবিয়ে তুলেছিল এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীনি অনুষ্কা রায়কে। তাই অনুষ্কা যখন নিজের ইচ্ছার কথাটা বাবার কাছে মেলে ধরল তখন আর সুদীপ্তবাবু তাতে আপত্তি করেননি।

শহরের পাতাইহাটে দাঁইহাট সেবা সংঘের মাঠে আয়োজিত এই বিনামূল্যের বাজারে সতীর্থদের নিয়ে সুদীপ্তবাবু দুঃস্থ অসহায় মানুষের দিকে সহায়তার হাত বা।য়ে দেন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই মানুষজন দু'দিন ধরে ফ্রি মার্কেট থেকে আলু, পঁয়াজ, লংকা, পটল সহ বিভিন্ন শাক–সবজি সংগ্রহ করেন। সুদীপ্ত রায় বলেন, লকডাউনের কারণে এবার আর একটু হৈচৈ করে মেয়ের জন্মদিন উদযাপন হবেনা ধরেই নিয়েছিলাম। কিন্তু, যখন অনুষ্কা নিজেই দুঃস্থ অসহায় মানুষের পাশে দা।ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করল তখন সত্যিই অভিভূত হয়েছিলাম। তারপর বিনামূল্যে এই সবজি বাজার বসানোয় উদ্যোগী হই। ১০ মে মেয়ের জন্মদিনে এই ফ্রি মার্কেট শুরু হয়েছিল। দু'দিনের এই বাজার থেকে প্রায় চারশো দুঃস্থ অসহায় মানুষকে সাধ্যমতো সহায়তা প্রদান করতে পেরে কৃতজ্ঞ আমি।

সিনিয়র সিটিজেন ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের জন্য বিশেষ রেশনিং ব্যবস্থা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়: সিনিয়র সিটিজেন ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের জন্য বিশেষ রেশনিং ব্যবস্থা চালু হলো দক্ষিন বারাসতে। লাইনে দাঁড়িয়ে এই সব মানুষ রেশন তুলতে না পারলে হেল্প লাইনে ফোন করে দিলে বাড়িতে গিয়ে রেশন পৌঁছে দেবে রেশন দোকানের কর্মীরা। আর অভিনব এই ব্যবস্থা চালু করে তাক লাগিয়ে দিলো জয়নগর ১ নং ব্লকের দক্ষিণ বারাশত সার্ভিস কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড। লকডাউন পরিস্থিতিতে রেশন দোকান থেকে বর্তমানে বিনা মূল্যে রেশন সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি চলছে। আর তাতে প্রচুর মানুষের ভিড় হচ্ছে। সেই ভিড়ে

সিনিয়র সিটিজেন ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের রেশন নিতে গিয়ে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। আর তাই এই হেল্প লাইন ব্যবস্থা চালু করা হলো এখানে। সোসাইটির পক্ষে সুকুমার রায় ও চিন্ময় দে জানালেন, আমরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এই রেশন সামগ্রী বিতরণ করছি। বর্তমানে এখানে ২৫ হাজার গ্রাহক ও ৫ হাজার কুপনের রেশন সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। আমাদের হেল্প লাইন নম্বর হল ৭৭৯৭৮৫১১৫০। এই ব্যবস্থা চালু হওয়ায় এই এলাকার সিনিয়র সিটিজেন ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষেরা বেজায় খুশি।

মনীষী চর্চা কেন্দ্রের ক্ষুদ্র প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোভিড–১৯ মানুষের জীবনের ছন্দকে বদলে দিয়েছে। বদল ঘটেছে তার যাপন চিত্রে। বহু মানুষ কাজ হারিয়ে রাতারাতি হয়ে উঠেছে পরিযায়ী। শব্দটি আজ বহু চর্চিত। রাতের অন্ধকারে যন্ত্র দানবের চাকার নিচে হারিয়ে যায় কত প্রাণ। কে তার খোঁজ রাখে! এইসমস্ত যন্ত্রণা কাতর মানুষদের সাথে একাত্মতা অনুভব করে মনীষী চর্চা কেন্দ্র। আর সেই তাগিদ থেকেই মনীষী চর্চা কেন্দ্রের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। ৭৫ টি হত দরিদ্র পরিবারের হাতে সামান্য কিছু খাদ্য সামগ্রী তুলে দিলেন এই সংগঠনের

সদস্যরা। সবাই ভালো থাকুক। পৃথিবী দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক।

বায়োটেকের সস্তার কিট

প্রথম পাতার পর

দু মাসের মধ্যে এই কিট উদ্ভাবন করে সংস্থাটি সকলের জন্য নমুনা পরীক্ষা'–র যে লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে, তা পূরণ করা সম্ভব হবে। ইতিমধ্যেই এই সংস্থাটি মাসে ১ কোটি কিট তৈরির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। একেকটি টেস্ট কিটে ১৬০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব। অর্থা এই কিট ব্যবহার করে যে কোনো পরীক্ষাগারে স্বয়ংক্রিয় পলিমারেস শৃঙ্খল বিক্রিয়া অর্থা পলিমারেস চেন রিঅ্যাকশন (পিসিআর) –এর মাধ্যমে প্রতিদিন ১০০০টি নমুনা পরীক্ষা করা যাবে।

কেন্দ্রের বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (সিএসআইআর) –এর প্রাক্তণ বিজ্ঞানী অধ্যাপক শমিত আঢ্য–র পরামর্শে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব প্রযুক্তি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক কৌস্তভ পান্ডা এবং সেন্টার ফর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজির ড. বি.সি গুহের সাহায্যে এই কিট তৈরি করা হয়েছে। যখন সারা দেশ কোভিড –১৯–এর সংক্রমণের মোকাবিলায় লকডাউনের মধ্যে রয়েছে, তখন নিজেদের জীবন বিপন্ন করে অদৃশ্য শত্রুকে খুঁজে বার করার জন্য জিসিসি বায়োটেক ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের গবেষণা ও উন্নয়ন শাখার প্রধান, ড. অভিজিৎ ঘোষের নেতৃত্বে শ্রী জয়দীপ মিত্র, মহম্মদ নাদিম খান, শ্রী সুরজি মাইতি, ড. গৈরিক মুখোপাধ্যায়, শ্রী পিনাকী চট্টোপাধ্যায়–সহ একদল তরুণ গবেষক অন্তরালে কাজ করে গিয়েছেন।

আমাদের দেশেই এই ভাইরাসের শনাক্তকরণের কিট তৈরির যখন নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তখন ডায়াগশিওর এনসিওভি–১৯ ডিটেকশন অ্যাসে তৈরি করে এই সংস্থাটি সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল। পূর্ব ভারতে সম্ভবত এই ধরণের কিট এই প্রথম তৈরি হল। আমাদের সবার এখন একটিই প্রার্থনা, মারাত্মক কোভিড – ১৯ ভাইরাসের মোকাবিলায় এখন কোনো একটি ফলপ্রসূ ওষুধ অথবা টীকা যেন বিজ্ঞানীরা দ্রুত উদ্ভাবন করতে পারেন।

পুলিশের উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ

বান্টি চক্রবর্তী, মালদা: ওল্ড মালদা পুরসভার অন্তর্গত ১০ নম্বর ওয়ার্ডে সামুন্ডাই কলোনি পাড়ার ১০০টি গরিব ও দুঃস্থ পরিবারের হাতে ত্রাণ তুলে দেওয়া হয়। চাল, ডাল ,আলু, তেল, মুড়ি, হলুদ, লঙ্কাগুঁড়ো সহ মাস্কও বিতরণ করা হয়। এই বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলার পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়া. আইপিএস, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার ড: হোসেন মেহেদী রহমান, আইসি ওল্ড মালদা থানা শান্তিনাথ পাঁজা সহ মালদা থানার অন্যান্য পুলিশকর্মীরা। প্রত্যেকের সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সুষ্ঠভাবে এই বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন ওল্ড মালদা থানার পুলিশ কর্মীরা। মালদা জেলার পুলিশ সুপারসহ জেলা পুলিশ আধিকারিকদের শহর ও গ্রামের দুঃস্থ, গরিব ও অসহায় মানুষদের সহযোগিতায় পাশে থাকতে দেখা যাচ্ছে প্রতিটি দিন। ওল্ড মালদা থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজাকে ওল্ডমালদা থানার অন্তর্গত বিভিন্ন জায়গায় দুঃস্থ মানুষদের সহযোগিতার হাত বাড়াতে দেখা গিয়েছে।

ওল্ড মালদা থানার দুঃস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়াবার এই উদ্যোগে স্বভাবতই খুশি ওল্ড মালদা থানার পুরসভার অন্তর্গত বাসিন্দারা।

বাঘে আক্রান্ত পরিবারদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিলেন এপিডিআর

নিজস্ব প্রতিনিধি : লক ডাউনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবন এলাকার সহায় সম্বলহীন প্রান্তিক মানুষেরা। কুলতলি ও মৈপীঠ উপকূল থানা এলাকার কয়েক হাজার মানুষের রুজি রোজগার মাছ ধরা, জঙ্গলে কাঠ ভাঙা, মধু সংগ্রহ, কাঁকড়া ও চিংড়ি ধরা। এই কাজ করতে করতে প্রতি নিয়ত বহু মানুষের জীবন চলে যাচ্ছে বাঘের পেটে। কুলতলির দেউল বাড়ি, গোপালগঞ্জ, মধ্য গুড়গুড়িয়া, ভাসা, মৈপীঠ এলাকার সে রকমই শতাধিক অসহায় মানুষ দের হাতে চাল, ডাল, আলু, সরিষার তেল, বিস্কুট, সয়াবিন, সাবান ও মাস্ক তুলে দিলেন এ পি ডি আরের দক্ষিন ২৪ পরগণার জয়নগর শাখার সদস্যরা। শনিবার কুলতলির এই প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে এই সব মানুষদের হাতে খাদ্য সামগ্রী গুলি তুলে দেওয়া হলো।এই এলাকার ব্যঘ্র বিধবা মরিজান মোল্লা, হাজরা বিবি, কোহিনুর মোল্লা, পঞ্চমী নাইয়া সহ সদ্য বাঘের আক্রমনে মৃত আম্মাজান মোল্লার দশ বছরের মেয়ে কাশমীরা মোল্লা সহ ত্রাণ নিতে আসা মানুষ জন বললেন, লকডাউনে সরকারি নির্দেশে জঙ্গলে প্রবেশ নিষেধ। তাই এই সময়ে আমাদের খাবার জুটছে না। সরকারি স্তর থেকে সে ভাবে কোনো সাহায্য আমরা পাচ্ছি না। তাই এই সংস্থার দেওয়া ত্রাণ

আমাদের কিছুটা খিদে মেটালো। এ ব্যাপারে এপিডিআরের জেলা সম্পাদক আলতাফ আহমেদ বলেন, আমাদের যেটুকু সম্ভব আমরা প্রান্তিক মানুষদের পাশে এসে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। আমরা যা তুলে দিয়েছি তা অতি সামান্য। সবাই এগিয়ে এসে এই বাঘে আক্রান্ত পরিবারদের পাশে দাঁড়াতে পারলে ওরা বেঁচে থাকতে সাহস পায়। জীবন যুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে।

দার্জিলিং থেকে বারুইপুরে আসা শ্রমিকদের সোয়াব টেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : লকডাউন পরিস্থিতিতে অন্য রাজ্যে ও অন্য জেলায় আটকে থাকা শ্রমিকদের ঘরে ফেরানোর উদ্দ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দ্যোগে তাঁরা আজ বাড়িতে ফিরতে পারছে। রবিবার দার্জিলিং থেকে বারুইপুর মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে ফেরত আসা শ্রমিকদের সোয়াব টেস্ট করা হচ্ছে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে। বারুইপুর মহকুমা অফিস সূত্রে জানা গেল, এদিন একশো চার জন শ্রমিকের সোয়াব টেস্ট করা হয়েছে। রিপোর্ট দেখে এদের কে হোম কোয়ারিন্টনে রাখা হবে। দার্জিলিং থেকে বিশেষ বাসে এদিন বারুইপুর আনা হয় এদের কে। সম্পূর্ণ নিরাপত্তার ঘেরা টোপে এদেরকে আনা হয়। জয়নগর, কুলতলি সহ অন্যান্য ব্লকে এদের কে পাঠানো হবে বলে জানা গেল।

রাজ্য কি দিশা হারাচ্ছে

প্রথম পাতার পর

কিন্তু অর্থনীতিবিদরা বলছেন যেভাবে ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, অগচরে শিল্প ধরতে মাঠে নেমে পড়েছে তাতে ওই গুঞ্জনই প্রশ্রয় পাচ্ছে। তাঁদের মতে শিল্প আসলে তা কোন রাজ্যে ঠাঁই নেবে তা নির্ভর করছে বাণিজ্য বান্ধব রাজ্যগুলির পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর। যে রাজ্য এই দুটি ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকবে তারাই এই শিল্পধরার প্রতিযোগিতায় মাত করবে। সেই জন্যেই বেশ কিছু রাজ্য ইতিমধ্যে মাঠে নেমে পড়েছে।

শিল্পের ডেস্টিনেশন হিসাবে যে পশ্চিমবঙ্গকে গড়তে মুখ্যমন্ত্রী নিরলস খেটে চলেছেন এই আবহে তার অবস্থান কি? খুব কষ্টের হলেও উত্তরটা কিন্তু খুবই হতাশাজনক। এখন যেখানে শিল্পবান্ধব হওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সকলকে, সেখানে আমরা করোনা সংক্রমণের তথ্য নিয়ে লড়াই করছি। রেশন দ্রব্যের কালোবাজারি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক করে সময় ব্যয় করছি। এখন যখন এক্সপ্রেসওয়ে বানানোর কথা ভাবব, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের রাস্তা তৈরি করব তখন গোষ্ঠী সংঘর্ষে, সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে নিজেদের কলঙ্কিত করছি। আজ যখন রাজ্যে শিল্প ও কর্মসংস্থানের হাহাকার চলছে তখন কেন পশ্চিমবঙ্গবাসী রাজনৈতিক নোংরা কলহে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছে তা বোধগম্য নয় অর্থনীতিবিদ থেকে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।

উপায় কি? রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে এখন এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কঠোর হওয়া ছাড়া গতি নেই সরকারের। শুধু আমলাদের নয়, দলীয় নেতাদের বাগে আনাটা সবচেয়ে জরুরি। রাজ্যে একটা সুষ্ঠ রাজনৈতিক বাতাবরণ তৈরি করতে না পারলে শিল্পপতিরা মুখ ফিরিয়ে নেবে। এই সহজ সত্যটা না বুঝতে পারলে অচিরেই পশ্চিমবঙ্গকে তার মূল্য চোকাতে হবে। প্রতিদিন অবিরাম পরিশ্রম করা মুখ্যমন্ত্রী তথা দলীয় নেত্রীকে কেউ মানছে বলে মনে হচ্ছে না। এলাকায় এলাকায় চলছে অবাধ দাদাগিরি, সরকারি আমলারা ভয়ে কাঁটা হয়ে নিছক দিন গুজরান করেছেন। এভাবে চলতে থাকলে উৎপাদনের হাব হওয়া তো দূরের কথা এই রাজ্য দুষ্কৃতি রাজ্যে পরিণত হবে যার নাম শুনলে মুখ ফিরিয়ে নেবে সবাই। এখনও সময় আছে। ঘুরে দাঁড়াবার সময় এসেছে। কাণ্ডারি হুশিয়ার।

স্পর্শহীন সাবান

প্রথম পাতার পর

অ্যালকোহল–ভিত্তিক তরল হ্যান্ড স্যানিটাইজারে ৭৫ শতাংশ অ্যালকোহল রয়েছে, যা জলের ব্যবহার ছাড়াই অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস দমনে সক্ষম। এই সাবানে – পাম অয়েল, পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, সোডিয়াম সালফেট, গ্লিসারিন, বোরিক অ্যাসিড, অন্যান্য আবশ্যিক তেল, রং এবং ডিস্টিল্ড ওয়াটার রয়েছে।দুর্গাপুরের এই প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জেলার রাজবাঁধে ইন্ডিয়ান অয়েলের যে টার্মিনাল রয়েছে, সেই টার্মিনালের চিফ ম্যানেজারের হাতে একটি বহনযোগ্য স্পর্শ ছাড়া সাবান তথা জল ছোটানোর যন্ত্র এবং ৫০ বোতল হ্যান্ড স্যানিটাইজার দেওয়া হয়েছে।

অনিশ্চিত কর্মসংস্থান

প্রথম পাতার পর

গার্গী আরও বলেন, 'এই মুহূর্তে শ্রমিকদের প্রধান সমস্যা হল, বেতন এবং সবার কাজ না পাওয়া।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানবিক স্বার্থে এইসব শ্রমিকদের লকডাউনে অনুপস্থিতির দিনগুলির বেতন দেবার জন্য মালিকপক্ষের কাছে একটি আবেদন রেখেছিলেন কিন্তু তা কতখানি বাস্তবায়িত হবে, এ নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে বলে মনে করেন শ্রমিকদের একাংশ।

দল ব্যবস্থা না নিলে অবস্থান

প্রথম পাতার পর

এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়িনি। অশোক দেব বলেন, বিষয়টি মমতা ব্যানার্জী সহ দলের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাব। যদি তারা কোনও ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে বাধ্য হয়ে দফতরের সামনে অবস্থান করব। বজবজের মানুষ এই ঘটনাকে মেনে নেবে না। তবে ,সূত্রের খবর সপ্তাহখানেক হতে চললেও দলের উর্দ্ধতন কত্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। এখন দেখার পাঁচ বছরের জয়ী বিধায়ক অশোক দেব ও তার অনুগামীরা কি পদক্ষেপ নেয়।

চিংড়ীপোতায় বিনি পয়সার হাট

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার চিংড়ীপোতা অঞ্চলের বলরামপুর মোড়ে ১৩ মে বিনি পয়সার হাট বসেছিল। সেই হাট থেকে প্রায় ৮০০ মানুষ বিনামূল্যে আলু, পিয়াজ, সবজি, তেল, মশলা সহ ১৫ রকমের দ্রব্য পেলেন। এই হাট বসিয়ে ছিল চিংড়ীপোতা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস। অঞ্চলের সভাপতি মোল্লা মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন (মন্টু) জানালেন, সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় যুব নেতা ও বজবজের পর্যবেক্ষক জাহাঙ্গীর খানের উদ্যোগে এই হাট বসানো হয়েছিল। এই মহতি উদ্যোগে উপস্থিত ছিলেন বজবজ–১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিয়া হাজরা। এলাকার দুঃস্থ মানুষরা এই উদ্যোগে খুশি।

করোনার হানা

প্রথম পাতার পর

ওই দিন বিকালেই নোদাখালী থানার পুলিশ অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে দে পাড়ায় উপস্থিত হন। ওই বাড়ির মৌসুমী দে পঞ্চায়েতের সদস্যা, তিনি জানান, বাড়ির সকলেই সুস্থ আছেন, তারা বাবা কিভাবে আক্রান্ত হলেন, ভেবে পাচ্ছেন না।

ওই দে বাড়ির ১১ জন সদস্যকে আপাতত প্রতিষ্ঠানিক গৃহ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর আগামী ১৭ মে ওই ১১ জনের করোনা পরীক্ষা হবে।

প্রসঙ্গত, বজবজ–২ নম্বর ব্লকের গজাপোয়ালী অঞ্চলে ৯জন ব্যক্তি রাজস্থান থেকে ফিরেছিলেন, তাদেরও প্রতিক্ষণিক গৃহ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল এবং তাদের করোনা নেগেটিভ হয়েছে। ব্লক স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে ৬২ জনের নমুনা পাঠানো হয়েছিল, সবগুলিই করোনা নেগেটিভ হয়েছে।

করোনা যোদ্ধাদের মনোবল ও মানসিক শক্তি যোগাতে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনার দাপট শুরু হতেই দুঃস্থ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ধারাবাহিক ভাবে দ্বরাজ হস্তে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।অ্যাদিকে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে সাধারণ মানুষকে সুরক্ষিত রাখার জন্য ফ্রন্ট লাইনে দাঁড়িয়ে দিনরাত ২৪ ঘন্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করে কাজ করে চলেছেন চিকিৎসক,নার্স,পুলিশ প্রশাসন।শুক্রবার দুপুরে একভিন্ন ভাবে ফ্রন্ট লাইনে কর্মরত করোনা যোদ্ধাদের সংবর্ধিত করে তাঁদের পাশে দাঁড়ালেন এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।এদিন ক্যানিং মহিলা থানার পুলিশ কর্মীদের হাতে রক্তগোলাপ,কলম,পানীয় জলের বোতল তুলে দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলো 'অবলম্বন' নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছ থেকে এমন সংবর্ধনা পেয়ে ক্যানিং মহিলা থানার পুলিশ কর্মীরা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন।

ক্যানিং মহিলা থানার আইসি মুনমুন চৌধুরী বলেন সাধারণ মানুষকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আমরা দিনরাত ২৪ ঘন্টা পরিশ্রম করে কাজ করার চেষ্টা করছি।পাশাপাশি করোনা নিয়ে সাধারণ মানুষ কে সচেতনতা করার কাজ চলছে।সাধারণ মানুষ আমাদের পাশে রয়েছেন এটাই বড় কথা।

অন্যদিকে অবলম্বন সংস্থার পক্ষ জানানো হয়েছে করোনা নিয়ে ফ্রন্টলাইনে দাঁড়িয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন পুলিশ প্রশাসন। তাঁদের মনোবল বৃদ্ধি এবং পুলিশ কর্মীদের মানসিক শক্তি যোগাতে আমরা করোনা যোদ্ধাদের সামান্যতম সংবর্ধনা জানিয়ে তাঁদের কে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

কন্টাইনমেন্টে রাজনৈতিক গন্ধ

প্রথম পাতার পর

সিপিএম এর বনগাঁ এরিয়া কমিটির সম্পাদক সমিত কর বলেন, বনগাঁ শহরের একটি ওয়ার্ডে একজনের করোনা ধরা পড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা অনুযায়ী সেই সংক্রামিত স্থানের থেকে একশ মিটার বৃত্তাকার এলাকা কন্টাইনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এর বাইরে এতগুলি ওয়ার্ডকে কন্টাইনমেন্ট জোন ঘোষণা করার কোনও কারণ আছে বলে আমাদের মনে হয় না। কোনও সর্বদলীয় সভা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তবে এ ব্যাপারে আমাদের দলের পক্ষ থেকে মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রতিবাদও জানানো হয়।

এ বিষয়ে বনগাঁ পুরসভার পুরপ্রধান শঙ্কর আঢ্য বলন, কন্টাইনমেন্ট জোন ঘোষণা করাটাতো আমাদের হাতে নয়। এটা রাজ্য সরকার হয়ে জেলা প্রশাসন এবং মহকুমা প্রশাসনের সিদ্ধান্তের বিষয়। লকডাউন কেন করা হল? এটা কোনও রাজনৈতিক দলগত ব্যাপার নয়। আসলে বনগাঁ শহরে যাতে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে, তার জন্য প্রশাসনিক সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বনের জন্যই এহেন সিদ্ধান্ত মহাকুমা প্রশাসনের। তবে এব্যাপারে মহাকুমা শাসক কাকলি মুখোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

চলে গেলেন সঙ্ঘজননী সুজাতা গুহ

প্রণব গুহ : গত ১১ মে, ২০২০ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় হাওড়া সাঁতরাগাছিতে কনিষ্ঠ কন্যার বাড়িতে দেহ রাখলেন নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সভানেত্রী তথা সঙ্ঘমাতা সুজাতা গুহ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আশি বছর। বেশ কিছুদিন ধরে বার্দ্ধক্যজনীত রোগে ভুগছিলেন তিনি।সুজাতা দেবী ১৯৪১ সালে জন্মগ্রহণ করেন চেতলায়। আমৃত্যু সারদা মায়ের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ও সারদা মঠের দীক্ষিত সুজাতা দেবী ছিলেন বাংলার এক নামকরা ক্রীড়াবিদ। কালীঘাট ব্যায়াম সমিতির হয়ে ছুরি খেলা, লাঠি খেলা ও নানা শারীরিক কসরতে বহু পুরস্কার অর্জন করেছিলেন। বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও আলিপুর বার্তা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা তরুণ ভূষণ গুহর সঙ্গে। সেই থেকে সমিতি ও পত্রিকার উৎসাহদাতা ও অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠেন তিনি। অকৃত্রিম স্নেহ, ভালবাসায় হয়ে ওঠেন সকলের সঙ্ঘমাতা। তরুণ বাবুর সঙ্গে চেতলার পৈতৃক বাসভবন ছেড়ে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন সমিতির অনাথ আশ্রম দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালির বিবেক নিকেতনে। চিকিৎসার জন্য হাওড়ায় স্থানান্তরিত হওয়ার আগে পর্যন্ত সামালিতেই সকলকে নিয়ে কাটিয়ে গিয়েছেন প্রকৃত অভিভাবকের মতো। তরুণ বাবুর মৃত্যুর পর সমিতির সভাপতির গুরু দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন সুজাতা গুহ। আজ তাঁর স্মৃতিভারে ভারাক্রান্ত বিবেক নিকেতন প্রাঙ্গণ ও তাঁর গুণমুগ্ধরা।

করোনা আবহে লকডাউনের বিধিনিষেধের মাঝে সঙ্ঘজননী সুজাতাদেবীর পরলোকগমন সমিতির প্রত্যেক সদস্য ও বিবেক নিকেতনের আবাসিক বালক ও কর্মীদের কাছে নিঃশব্দে বজ্রপাতের মতো। পরিস্থিতির কোপে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগটুকু না পেয়ে মুষড়ে পড়েছেন সমিতি ও আলিপুর বার্তার সকলে। বাধ্য হয়ে দূর থেকেই শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন তাঁরা। মৃত্যু কালে দুই কন্যা সহ রেখে গিয়েছেন নিজস্ব পরিবার ও সমিতির বৃহৎ পরিবারের সকলকে। আমরা সকলে তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। কামনা করি তাঁর অদৃশ্য আশির্বাদ।

আগামী ২৩ মে, শনিবার চেতলার গুহ হাউসে অনুষ্ঠিত হবে সুজাতা দেবীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। গুহ পরিবারের তরফ থেকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

লকডাউন অমান্য করে মিলছে শাস্তি মগরাহাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি : লকডাউন অমান্য করে রাস্তায় বের হয়ে কড়া শাস্তির মুখে নৈনান ব্যাসপুরের বাসিন্দারা। পৃথিবী জুড়ে থাবাবসিয়ে ছে নোভেল করোনা ভাইরাস। করোনা ভাইরাসে সংক্রমণের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে , বাড়ছে মৃতের সংখ্যা ও। করোনা ভাইরাস থেকে দেশের মানুষকে বাঁচাতে দেশ জুড়ে চলছে লকডাউন। তাই প্রয়োজন ছাড়া লকডাউন অমান্য করে রাস্তায় বের হয়ে পড়তে হচ্ছে কড়া শাস্তির মুখে। নজরদারি চলছে মগরাহাট দু'নম্বর ব্লকের নৈনান ব্যাসপুরে। নোভেল করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচাতে দেশ জুড়ে চলছে লকডাউন। দফায় দফায় বেড়ে চলেছে লকডাউন।আরএই লকডাউন অমান্য করে প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায় যাতে মানুষ না বের হয় তারই জন্য মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রথীন বিশ্বাসের ব্যবস্থাপনায় চাল, পিয়াজ, আলু, সোয়াবিন ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য প্রতিদিন নৈনান ও ব্যাসপুরে সরকারি তত্ত্বাবধানে পাঠানো হচছে। চলছে নজরদারি ও চেকপোষ্ট। নৈনান ব্যাসপুর এলাকায় কোথাও চলছে ড্রোন ক্যামেরার দ্বারা নজরদারি। আবার কোথাও আশা কর্মীরা সহ মেডিকেল টিম সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত মগরাহাট ২ নং রেড জন এলাকায় কাজ করছে । মঙ্গলবার সকাল থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অজয় সেনগুপ্ত, মগরাহাট ২ নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রথীন বিশ্বাস ও মগরাহাট থানার ওসি অনির্বাণ হালদার নৈনান ও ব্যাসপুর এলাকা পরিদর্শন করেন। বাসিন্দাদের কাছে থেকে খোঁজখবর নিচ্ছে কোথাও কিছুসরকারি খামতি আছে কিনা। এর পাশাপাশি গ্রামেরমানুষ দের বাড়ির বাইরে বার হতে দেওয়া হচ্ছে না এবং অন্য এলাকার মানুষকে ওই গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। পাশাপাশি নৈনান ও ব্যাসপুর এলাকার গ্রামবাসীদের বোঝানো হচছে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে। যেকোনো সমস্যায় শাসন কে বলতেও বলা হচ্ছে।

আমার কাছে যিনি দেবী

দীপককুমার বড় পন্ডা

ওঁকে আমি প্রথম দেখি ওঁদের চেতলার বাড়িতে। কিন্তু অনুভব করি সামালিতে। সেই সময়টা হবে নয়ের দশকের মাঝামাঝি। নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির প্রাণপুরুষ প্রয়াত তরুণ ভূষণ গুহের সঙ্গে আমি সামালির বিবেকনিকেতনে একত্রে থাকতাম তখন। বাচ্চারা থাকে, বংশীদা রান্না করে, সবটা নিয়েই আমাদের সংসার। একদিন তরুণ বাবু যাঁকে আমি এই লেখায় 'কাকু' বলে পরিচিত করব, তিনি বললেন, 'বুঝলে সামনের মাদে তোমার কাকিমা এখানে আসতে চাইছেন।' আমি বিষয়টা ভালো মনে নিলাম না। ভাবলাম, যা! কাকুর সঙ্গে আমাদের যৌথ সংসারটা ভেঙে যাবে। কাকুকে বললাম, কাকিমার তো এখানে বেশ কষ্ট হবে। বিষয়টা সত্যি। সেদিন বিবেকনিকেতন কিংবা সামালি গ্রাম আজকের মত ঝাঁ-চকচকে ছিল না।

একটা দুর্গমতা তার চারিপাশে। কাকু বললেন, 'ও শুনছে না। আমার কষ্টের কথা ভেবে চলে আসবে ঠিক করেছে।'

কাকিমা (সুজাতা গুহ) সত্যিই পরের মাসে চেতলা থেকে চলে এলেন কোনও আড়ম্বর ছাড়াই। তিনি বিবেকনিকেতনের 'বোর্ডার' হয়ে গেলেন। কারোর সঙ্গে কোনও ব্যবধান নেই। আমাদের বাচ্চারা 'মা' পেল। ওরা 'জেঠিমা' বলতে। কাকিবা রান্না করছেন, কত বাচ্চাকে দেখতাম, তাঁর ঘরে বসে নিজেদের কত গল্প করছে। বিশেষ করে সনৎ, উজ্জ্বল কাকিমার খুব ন্যাওটা ছিল। এখানকার এক শিক্ষক অভিভাবক 'কালী দা' (প্রয়াত কালীচরণ ঘোষ) সনৎকে বলতেন 'হাঁদা'টার কিছু হবে না। কালীদার কথায় কাকিমার খুব কষ্ট ছিল। একদিন বললেন, 'ওকে আপনাকে আর পড়াতে হবে না। ও এখন থেকে আমার কাছে পড়বে।' সনৎ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ওতো এটাই চাইত। কাকিমা সংসারের নানারকম কাজ করছেন, আবার সনৎ-এর পড়া দেখিয়ে দিচ্ছেন। শুধু সনৎ নয়, কাকিমার কাছে পড়ার জন্য ছেলেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হল। কালীদা অবশ্য তাঁর কর্তৃত্ব হারানোর ভয়ে মাঝে মাঝে গিয়ে বলতেন, 'বৌদি, ছেলেগুলোকে আপনার কাছে আসতে দেবেন না। ওরা খুব ফাঁকিবাজ।' কিন্তু উনি শিক্ষকের মেয়ে, ঠিক জানতেন শিক্ষা কিভাবে সম্ভব। সেই শিক্ষার অঙ্গ হিসাবেই প্রার্থনার ওপর জোর পড়ল। ওখানে সকাল সন্ধ্যা প্রার্থনা কাকিমার নেত্রীত্বে শুরু হল। কাকিমাকে খুশি করার জন্য খুব চঞ্চল বাচ্চাদের মধ্যেও বেশ আকুতি দেখতাম। কে ঠাকুরের ফুল এনে দিচ্ছে, কে জল এনে দিচ্ছে। এইভাবেই কাকিমা বিবেক নিকেতনের সংসারের সবার আপনজন হয়ে উঠলেন। মমতাদি, জাহানারা, কালী বাবু, প্রণব দাশগুপ্ত (অধ্যাপক, বিবেক নিকেতনের বাসিন্দা ছিলেন), তারাশঙ্ক সহ ওখানকার সবার এবং আমার বড় প্রিয়জন হয়ে উঠলেন তিনি। যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা, আমার অনেক আগেই দূর হয়েছিল। উল্টে কাকিমা আসার পর আমরা সবাই পরিবারভূক্ত হলাম। সামালির যৌথজীবনে পারিবারিক আবেগ দেওয়া ছিল তাঁর কৃত্বি। উনি আমাদের সবার 'আশ্রয়' হয়ে উঠলেন।

আশ্রয় শুধু আমাদের নয়, আশ্রয় উনি আরও বহু মানুষের। একসময় আমরা দেখলাম, নিখিলবঙ্গের কিছু সদস্যের সঙ্গে তরুণ বাবুর মতের মিল হচ্ছে না। কিন্তু তাঁরা সমিতিকে কখনো কখনো আসতেন। আর কাকিমাকে দেখতাম, সেই সদস্যদেরকে নিজের রান্না কি যত্ন করে খাওয়াচ্ছেন। কাকু এ বিষয়ে কোনও বাধা দিতেন না। কাকু-কাকিমার এই স্বকীয়তা ছিল। পুরনো সদস্যদেরকেও দেখতাম, বৌদি-অন্ত প্রাণ, বৌদির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা তাঁদের। খাওয়ানোটা কাকু-কাকিমার দু'জনের বেশ পছন্দের বিষয় ছিল। বাইরে থেকে কেউ আসবে শুনলে, কাকু-কাকিমার মন আনন্দে নেচে উঠত। তাঁদের জন্য নানারকম ভুরিভোজ রান্না করতেন কাকিমা নিজে। অপূর্ব সেই রান্না খেয়ে মুগ্ধ হতেন প্রত্যেকেই। প্রায় প্রতি রবিবার সামালিতে আসতেন বহু গুণী মানুষ। তাদের প্রত্যেকের আতিথেয়তা নিজের হাতে করতেন।

এই অতিথেয়তাই সামালিকে জমজমাট করেছিল। সেই জমজমাটের মধ্যে সবার খবর নিতেন, না দেখা মানুষের প্রতিও আগ্রহী ছিলেন সবসময়। তখন আমার ঠাকুমা বেঁচে। নিয়মিত তাঁর খবর নিতেন আমার কাছে। ঠাকুমা যেদিন মারা গেলেন, সেদিন দেখেছিলাম কি দুঃখ তাঁর। এই আন্তরিকতাতেই সবাই মুগ্ধ হতো। সামালির এক কর্মীর আত্মীয়া অসুস্থ হওয়ায় তাকে ডেকে বললেন, টাকা দরকার হলে আমাকে বলবে। প্রয়োজন হলে আমার সোনার গয়না দিয়ে দেব। এইসব ঘটনা আমার সামনে। তাই কাকিমাকে সাক্ষাৎ দেবী মনে হতো। কারোর প্রতি কোনও রাগ নেই, পরচর্চা নেই, কাউকে অমর্যাদা করা নেই, উল্টে প্রত্যেকের প্রতি মর্যাদাবান হওয়া, হৃদয়বান হওয়া রক্ত-মাংসের শরীরের মানুষের যে অসম্ভব নয়, তাঁকে দেখলে বুঝতাম। সামালির বড় বড় অনুষ্ঠানে বয়স্ক সদস্যরা কে নিরামিষ খাবেন, কার হাই ব্লাড সুগার, সবটাই তাঁর নখদর্পণে। সেই অনুযায়ী খাবারের ব্যবস্থা তাঁর হেঁসেলে।

হেঁসেলটা ছিল তাঁর আত্মবিশ্বাসের জায়গা। তার সঙ্গে ছিল ঠাকুরঘর। দেবতায় তাঁর ভক্তি। শেষের দিকে কানে কম শুনতেন। যেটার তার জন্য এবং আমাদের জন্য বড় কষ্টের ছিল। কত কথাইতো বলা হল না। আমার লেখা 'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া জনপদের অজানা কাহিনী এবং শিল্পী জীবন' বইটা তাঁকে উৎসর্গ করেছিলাম। খুব খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'বাবুকে (ভাইপো) আর শিখুকে (মেয়ে) দেখাব।'

ওঁর মৃত্যুতে আমি স্বজন হারালাম। সামালিতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করা মানুষটা চলে গেলেন। বিবেক নিকেতনের ক্যান্টিনে খেতে দেরি হলে, বাইরে যাওয়ার আগে তাঁর ঘরে খেয়ে যেতে বলার লোকটাই তো চলে গেলেন। এ শুধু আমার নয়, এ ক্ষতি সবার। তিনি যে কাউকেই কোনও দিন পর ভাবেননি। সবার প্রিয় এই মানুষটা কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ছিলেন। কেমন কি নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছিলেন! আমি বুঝে উঠিনি। কিচ্ছু করতে পারিনি আমার সামালি জীবনের শেষ সহ আশ্রমিকের জন্য। কাকিমা ভালো থাকবেন। বড় পুণ্যাত্মা মানুষ আপনি। আপনার সাহচর্যে ধন্য হয়েছি।

বিদায়, দ্য লাস্ট অব দ্য মহিকান্স্

সৈয়দ তানভীর নাসরিন: স্মৃতি চারণ

তুমি যা বলছ, আমি তার সঙ্গে সহমত নই। কিন্তু তুমি যাতে নিজের কথা বলতে পারো, তার জন্য প্রয়োজনে আমি জীবনের শেষ বিন্দু পর্যন্ত যাব।

গণতন্ত্রের এই সারসত্যকে দেবেশ রায় রাজনৈতিকভাবে যতটা বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তিজীবনে ও তা অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেছেন । আমি এবং সুমন যে রাজনীতিতেই বিশ্বাস করি না কেন, আমাদের জন্য তাঁর দরজা সবসময়ই খোলা ছিল ।

ছোটবেলায় বইমেলা গিয়ে 'প্রতিক্ষণ'-এর স্টলের সামনে মুগ্ধতা নিয়ে তার আধুনিক সম্পাদকের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। প্রায় পঁচিশ বছরের ব্যবধানে সেই ছোটবেলার আইকন, দেবেশ রায়ের সম্পাদনায় যখন আবার 'সেতুবন্ধন' নামে একটি পত্রিকা করার সুযোগ এল, তখন আবার তাঁর বিশ্বজনীনতায় নতুন করে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম ।

প্রথম দিনের আলোচনাতেই বিখ্যাত মার্কিন পত্রিকা, নিউ ইয়র্কার' -এর একটি সংখ্যা সামনে রেখে বলেছিলেন, তোমরা কি এই মাপের একটা কাগজ করতে চাইছ ?

সেই শুরু!

পত্রিকার ছাপার ফন্ট স্টাইল এবং ফন্ট সাইজ থেকে আরম্ভ করে কি ধরণের অলঙ্করণ হবে, কেন পত্রিকাটি শুধু সাদাকালোতে ছাপা হবে,তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তিনি ঠিক করে দিয়েছিলেন ।

যেহেতু মানবীবিদ্যাচর্চার সঙ্গে আমার একটা নিবি। যোগাযোগ ছিল, তাই দুষ্মন্ত -শকুন্তলার উপাখ্যানকে কিভাবে 'সেতুবন্ধন'-এর পাতায় পাতায় বিনির্মাণ করা হবে, তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে । বহু সন্ধ্যায় দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে, হিন্দু নারীর পাশাপাশি, মুসলমান মহিলার অন্দরের অবরোধ ভাঙার ক্ষেত্রে বাধাগুলি কোথায়, বা সেই প্রসঙ্গে কার লেখা ছাপা হবে, তাই নিয়েও।

'প্রতিক্ষণ' সম্পাদনার সময় তাঁকে বলা হত, 'সম্পাদকদের সম্পাদক', 'লেখকদের লেখক'! সেতুবন্ধনে যতদিন আমরা যুক্ত থাকতে পেরেছিলাম, সেটা প্রতিদিন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। কোন বিদেশী গল্পের অনুবাদ ছাপা হবে, কাকে সেই অনুবাদের জন্য অনুরোধ করা হবে, শঙ্খ ঘোষের জ্ঞানপীঠ বক্তৃতা কিভাবে ছাপা হবে, সবদিকে তাঁর তীক্ষ্ম নজর ছিল!

দেবেশবাবু আজীবন রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন এবং নিজের রাজনৈতিক মতামত স্পষ্ট ভাষায় সরাসরি লিখে জানাতে দ্বিধা করতেন না। তাই পরবর্তী কালে আমি যখন মুসলমান মেয়েদের লেখা নিয়ে 'কণ্ঠস্বর'-এর ইদ সংখ্যা বের করেছি,তিনি শুধু যেচে সেই বই চেয়ে পাঠিয়েছেন, তাই নয়, আমাকে আরো অবাক করে 'সেতুবন্ধন' পত্রিকাতেই তার বিশাল আলোচনাও লিখেছেন ।

জল, আর জলের পাশে থাকা মানুষদের তিনি হৃদয় দিয়ে চিনতেন । 'তিস্তাপা।রে বৃত্তান্ত' সেকথাই প্রমাণ করে ।

আজ যখন আমি অনেক দূরে, জল আর জলের পাশে থাকা মানুষদের সঙ্গে সহাবস্থান শিখছি, ঠিক তখনই দেবেশবাবু চলে গেলেন । বিদায়, দ্য লাস্ট অব দ্য মহিকান্স্!!

বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক আনিসুজ্জামানের জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলাদেশের জাতীয় ও ভারত সরকারের পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত অধ্যাপক আনিসুজ্জামান আর নেই । গত বৃহস্পতিবার (১৪ মে ২০২০) বিকাল ৪ টা ৫৫ মিনিটে রাজধানী ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রক্তে সংক্রমণের সঙ্গে পূর্বের নানা জটিলতা নিয়ে গত ২৭ এপ্রিল বরেণ্য এই শিক্ষাবিদ, লেখক-গবেষককে ঢাকার ইউনিভার্সেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৯ মে উন্নত চিকিসার জন্য তাকে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে স্থানন্তরিত করা হয়। সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটের প্রধান কর্নেল সৈয়দা আলেয়া সুলতানার নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের একটি দল তাকে চিকিৎসা করে।

বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আনিসুজ্জামান। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে ডঃ কুদরাত-এ-খুদাকে প্রধান করে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সদস্য ছিলেন তিনি।

আনিসুজ্জামান শিক্ষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য একাধিক পুরস্কার লাভ করেছেন। শিক্ষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য তাকে ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদ্মভূষণ পদক প্রদান করা হয়। সাহিত্যে অবদানের জন্য ২০১৫ সালে তাকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১৯৩৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটে জন্মগ্রহণ করা আনিসুজ্জামানের পিতার নাম এ টি এম মোয়াজ্জেম। তিনি ছিলেন বিখ্যাত হোমিও চিকিসক। মা সৈয়দা খাতুনও সুলেখিকা ছিলেন। পিতামহ শেখ আবদুর রহিম ছিলেন লেখক ও সাংবাদিক। পাঁচ ভাই-বোনের চতুর্থ আনিসুজ্জামান।

কলকাতার পার্ক সার্কাস হাইস্কুলে শিক্ষাজীবন শুরু করেন আনিসুজ্জামান।

এখানে তৃতীয় শ্রেণি থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর বাংলাদেশে চলে আসেন এবং খুলনা জেলা স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এক বছর পর পরিবারের সাথে ঢাকায় চলে আসেন এবং প্রিয়নাথ হাইস্কুলে (বর্তমান নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়) ভর্তি হন।

১৯৫১ সালে এ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও ১৯৫৩ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও ১৯৫৭ সালে একই বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। সে সময় বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও শিক্ষক ছিলেন মুনীর চৌধুরী।

১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি বাংলা একাডেমির গবেষণা বৃত্তি লাভ করেন। একই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারায় ১৭৫৭-১৯১৮ বিষয়ে পিএইচডি শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের গবেষণা বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস ইযং বেঙ্গল ও সমকাল বিষয়ে পোস্ট ডক্টরাল ডিগ্রি অর্জন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন আনিসুজ্জামান। ১৯৬৯ সালের জুনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের রিডার হিসেবে যোগদান করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে তিনি ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করেন এবং পরবর্তীতে ভারত গমন করে শরণার্থী শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি'র সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

যুদ্ধকালীন গঠিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭৪ - ৭৫ সালে কমনওয়েলথ অ্যাকাডেমি স্টাফ ফেলো হিসেবে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে গবেষণা করেন। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত তিনি জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রকল্পে অংশ নেন।

১৯৮৫ সালে তিনি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন। ২০০৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। পরে সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে আবার যুক্ত হন। তিনি মওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ (কলকাতা), প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় এবং নর্থ ক্যারোলাইনা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং ফেলো ছিলেন। এছাড়াও তিনি নজরুল ইনস্টিটিউট ও বাংলা একাডেমির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

দুলাল দাসই আবার বকলমে 'পুরপ্রধান'

মহেশতলা পুরসভা

কুনাল মালিক, মহেশতলা : দক্ষিণ শহরতলির মহেশতলা পুরসভার মেয়াদ গত ১৩ মে শেষ হয়। ১৪ মে দুপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পুরসভার পূর্বতন চেয়ারম্যান দুলাল চন্দ্র দাস একটি সরকারি নোটিশ দেখিয়ে জানান, রাজ্য সরকার আজ থেকে ৭ জনের একটি কমিটি করে তাকেই চেয়ারপার্সন অফ বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করেছেন।

অর্থাৎ বকলমে দুলাল বাবুই আবার 'পুরপ্রধান' থেকে গেলেন। তিনি জানান বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে ভোট হওয়া সম্ভব নয়, যতদিন না ভোট হচ্ছে এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বোডই পুরসভা চালাবে। প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল, বিরোধীদের সঙ্গে কী কোনও আলোচনা হয়েছে? দুলালবাবু বলে, বিরোধীদের এখানো কোনও ভূমিকা নেই, এটা সরকারি সিদ্ধান্ত। তিনি আরও জানান, মানুষের পরিষেবার ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা হবে না। সাতজনের এই কমিটিতে রয়েছেন, দুলাল চন্দ্র দাস, আবু

তালেব মোল্লা, তাপস হালদার, পীযূষ দাস, সুকান্ত বেরা, রেবা কয়াল, রাজিয়া খাতুন।

এই প্রসঙ্গে ডায়মন্ড হারবার জেলা বিজেপির সভাপতি উমেশ দাস বলেন, বর্তমান সরকার কোনও আইন মানে না, এর আগেও হাওড়া কর্পোরেশনে এই ঘটনা ঘটেছে, ১৭টি পুরসভার ভোটে করেনি। এরা বাক স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে নিজের মতো সরকার চালাচ্ছে। সিপিএমের কাউন্সিলার দীপক ভট্টাচার্যের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।

প্রসঙ্গত কোনও পুরসভার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে, যদি ভোট না হয়, তাহলে এতদিন সবাই জানত কোনও সরকারি আমলাই প্রশাসক পদে বসেন। কিন্তু দুলাল বাবুর এই প্রশাসক হিসাবে প্রত্যাবর্তনে অনেকেই অবাক হয়েছেন।

যাদবপুর থানার পুলিশের উদ্যোগে ত্রাণ সামগ্রী বিলি করা চলছে, তার আগে থার্মাল গান দিয়ে সকলের পরীক্ষাও করে নেওয়া হচ্ছে।

ছবি ঃ অরুন লোধ

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com